আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন- অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি।
সূরা আল ইমরান ৩৬

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শুক্রবার ॥ ০১ মে ২০২৬ ॥ ১২ জিলক্বদ ১৪৪৭ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৩৩৯ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট

এ্যাংকর সিমেন্ট
স্থায়িত্বের মজবুত সোপান
সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

বর্তমান সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না: প্রধানমন্ত্রী
কীর্তনখোলা ডেস্ক
বর্তমান সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, ২ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগ-বয়সসীমা ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়
কীর্তনখোলা ডেস্ক
সংসদে আর্থিক খাতে নিয়োগ ও বয়সসীমা নির্ধারণ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে। এ সময় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ ২ এর পাতায় দেখুন

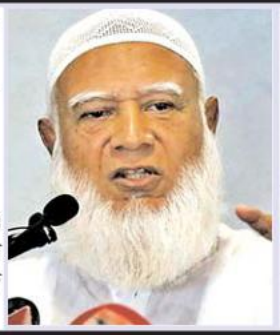

আমাদের অধিকার খর্ব করবেন না, সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা
কীর্তনখোলা ডেস্ক
সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমাদের অধিকার খর্ব করবেন ২ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতির কোনো অধিকার নেই বঙ্গভবনে থাকার: নাহিদ
কীর্তনখোলা ডেস্ক
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন ২ এর পাতায় দেখুন

জট নিরসনে বিসিসি প্রশাসকের পদক্ষেপ
একযোগে দুইশত ইমারতের নকশা অনুমোদন ও হস্তান্তর

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল নগরীতে ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদন নিয়ে দীর্ঘদিনের জট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে বরিশাল সিটি করপোরেশন (বিসিসি)। সরকার প্রণীত ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ অনুসরণে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে জমা পড়া মোট ২০০টি ইমারতের নকশা একযোগে অনুমোদন দিয়ে তা গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ১১টায় নগরীর শহীদ মিনার অডিটোরিয়াম ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিসির প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুমোদিত নকশা হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত প্রায় ৪০ জন গ্রাহকের হাতে তিনি নিজেই নকশা তুলে দেন, যা সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রশাসক বলেন, নগরবাসীর ভোগান্তি কমানো এবং সেবা প্রাপ্তিকে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ করা আমাদের অঙ্গীকার। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা নকশাগুলোর অনুমোদন সম্পন্ন করে আমরা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি ধাপ এগিয়ে গেলাম। তিনি আরও জানান, পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করতে বিধিমালা অনুসরণে ভবন নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে বিসিসি কঠোর অবস্থানে থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী, সচিব রুম্পা সিকদার, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রায়হান উজ জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী মাকসুমুল হাকিম রেজা এবং স্থপতি মো. সাইদুর রহমান লুসানসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্টদের মতে, একযোগে বিপুল সংখ্যক নকশা অনুমোদনের এ উদ্যোগ শুধু স্থবিরতা দূরই করবে না, বরং নগর উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করবে। পাশাপাশি ভবন নির্মাণে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক সেবার মানোন্নয়নেও এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বিগত ১৬ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল : স্পিকার
কীর্তনখোলা ডেস্ক
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকার নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়ে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ১৬ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল। প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই দীর্ঘ সময়ে অনেক আত্মত্যাগ করেন, যা ২ এর পাতায় দেখুন

হামে আরও দুই শিশুর মৃত্যু, উপসর্গ শনাক্ত ১১৫১
কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশে নতুন করে হামে আক্রান্ত হয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে এই সময় হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু নেই। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৬ জনে। নতুন ২ এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনায় বজ্রপাতে নারীসহ নয় জনের মৃত্যু

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনায় একই দিনে বজ্রপাতে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পিরোজপুর: পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর সময় বজ্রপাতে এক নারীসহ তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) উপজেলায় বিভিন্ন সময়ে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, দাউদখালী ইউনিয়নের হারজী নলবুনিয়া গ্রামের আয়েশা আক্তার (৫০), মঠবাড়িয়া সদর ইউনিয়নের স্বাধীন তালুকদার (২২) ও তুষখালী

ইউনিয়নের মোহাম্মদ হাসান (২৫)। স্থানীয়রা জানান, আয়েশা আক্তার মাঠ থেকে হাঁস আনতে গেলে বজ্রপাতের আঘাতে নিহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মঠবাড়িয়া সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, মঠবাড়িয়া সদর ইউনিয়নের সবুজ নগর গ্রামে মশিউর রহমান তালুকদারের ছেলে স্বাধীন তালুকদার (২২) মাঠে গরু আনতে গেলে ২ এর পাতায় দেখুন

বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের পর ভিডিও ধারণ করে টাকা দাবি

মুলাদী প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদীতে এক বিধবা বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ করে টাকা দাবির অভিযোগে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ভুক্তভোগী বাদী হয়ে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এ মামলা করেন। অভিযুক্তরা হলো- চরলক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত জব্বার ব্যাপারীর ছেলে হালিম ব্যাপারী (৬০) ও মৃত সুয়াজেল খন্দকারের ছেলে মাসুদ খন্দকার (৪০)। মুলাদী থানার ওসি খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, হালিম ব্যাপারী ওই বৃদ্ধার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি এবং তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এ বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানিয়ে বিচার চান ওই ২ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প
মাঈনউদ্দিন জিপু, বাউফল
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার কর্পূরকাঠী ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে ডিসট্রেসড চিলড্রেন এন্ড ইনফ্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই) ও রাইটস এন্ড সাইট ফর চিলড্রেন (আরএসসি) যৌথভাবে এ ক্যাম্পের আয়োজন করে। ক্যাম্পে মোট ৬৮৪ জন অসহায় মানুষ চিকিৎসা সেবা নেন। এর মধ্যে ৮৩ জন ছানি রোগী, ২৭ জন নেত্রনালী সমস্যায় আক্রান্ত এবং ৩১৯ জনকে চশমার জন্য শনাক্ত করে চশমা দেওয়া হয়েছে, এছাড়া ৩১৪ জনকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। ছানি আক্রান্ত রোগীদের ২ এর পাতায় দেখুন

১০ দিনের আন্দোলনের অবসান
ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ এপ্রিল থেকে শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিকে কেন্দ্র করে চলা ১০ দিনের আন্দোলনের অবসান হতে যাচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের পথ তৈরি হওয়ায় শিগগিরই ক্লাস-পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারসহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন অনুষদের ডিনদের অংশগ্রহণে ৩০ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে শিক্ষকদের ক্লাস-পরীক্ষায় ফেরার বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয় এবং পদোন্নতিসংক্রান্ত জটিলতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। আন্দোলনরত শিক্ষকদের সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই বছর ধরে তারা পদোন্নতির দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯ এপ্রিল মৃত্তিকা ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জামাল উদ্দিন আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৩ ঘণ্টা অনশনের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অনশন ভাঙেন। তবে আন্দোলন থেমে থাকেনি। ২০ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি ও শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়, যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় ২ এর পাতায় দেখুন

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন আজ
কীর্তনখোলা ডেস্ক
আজ ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন এই মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। ওই আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কয়েকজন বিপ্লবী শ্রমিক। এই দিনটির ২ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে দাখিল পরীক্ষা শেষে অস্ত্রসহ ৬ শিক্ষার্থী আটক

মাঈনউদ্দিন জিপু, বাউফল
পটুয়াখালীর বাউফলে পরীক্ষাশেষে অস্ত্রসহ ছয় শিক্ষার্থীকে আটক করে থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) উপজেলার ধানদী কামিল মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন, সিফাত (১৫), মো. মাসুম মৃধা, মো. সিহাব হোসেন, মো. মিয়াদ হোসেন, মো. হৃদয় হোসেন, ও নয়ন হোসেন। জানা যায়, অস্ত্রসহ আটক সিফাত উপজেলার বড় ডালিমা গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। সে স্থানীয় ছোটডালিমা আব্দুস সালাম মৃধা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। দাখিল পরীক্ষার্থী মো. মাসুম মৃধা ও মো. সিহাব হোসেন উপজেলার রামনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা এবং মো. মিয়াদ হোসেন, মো. নয়ন হোসেন ও মো. হৃদয় হোসেন বড়ডালিমা দাখিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল। কেন্দ্রের সুপার মাওলানা মো. নুরুল আমিন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মাওলানা মো. আ. রব জানান, মঙ্গলবার ২ এর পাতায় দেখুন

মোটরসাইকেল চালককে হত্যা করে লাশ গুম
ছেলের যাবজ্জীবন, মায়ের ৭ বছরের কারাদণ্ড

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদে আট বছর আগে মিলন বাহাদুর নামে এক মোটরসাইকেল চালককে হত্যার পর তার মরদেহ গুম মামলায় এক আসামির যাবজ্জীবন ও আরেকজনের সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সম্পর্কে তারা মা-ছেলে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে পিরোজপুর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নেছারাবাদ উপজেলার সোহাগদল গ্রামের সিদ্দিকুর রহমান ছেলে মো. তাজিম (২৮) এবং তার স্ত্রী রেহানা বেগম (৫০)। মোটরসাইকেল চালককে হত্যার দায়ে তাজিমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং মরদেহ গুমের দায়ে তাজিমের মা রেহানা বেগমকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় রেহানা বেগম উপস্থিত থাকলেও তার ছেলে পলাতক। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি উপজেলার বয়ারহুলা মোটরসাইকেল ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা
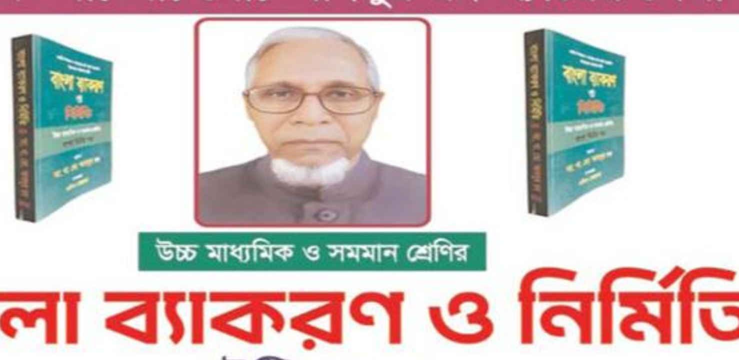
উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

জনগণের প্রত্যাশার আলোকে 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়ন করুন: অ্যাড. হেলাল
কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেছেন, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জুলাই আন্দোলনে এত মানুষ জীবন দেয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, মাত্র দুই মাসের মধ্যেই সরকারের 'ফ্যাসিবাদি চেহারা' জনগণের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঐক্যমত কমিশনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে একমত হয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এখন প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। আইন-আদালতকে কুক্ষিগত করে জুলুমকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। জনগণ চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি সময় থাকতে গণভোটের রায় অনুযায়ী জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং জনদাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা ও একটি মহানগর শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে আজ ৩০ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) বিকেলে নগরীর ব্র্যান্ড কমপাউন্ড মহানগর অফিস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বরিশাল অঞ্চলের অঞ্চল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
প্রতিনিধি আবশ্যক
দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, বাউফল, আমতলী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

কার্যকর পদক্ষেপ নিন

সফল টিকাদান কর্মসূচির কারণে হাম দেশ থেকে নির্মূল হওয়ার পথে ছিল। কিন্তু সেই হামই এখন প্রায় মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। ৬১টি জেলাতেই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট সারা দেশে অবিলম্বে হামের টিকাসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এক রিট আবেদনে প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ সোমবার রুলসহ এই আদেশ দেন। অতি সংক্রামক হাম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন অবৈধ, স্বেচ্ছাচারী ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। বাংলাদেশে হামের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' বলে মূল্যায়ন করছে। একই সঙ্গে টিকার তীব্র ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দেশের মহামারি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে উল্লেখ করে, তা এক অর্থে মহামারিই। এই সময়ে সরকারের উচিত সংকট মোকাবেলায় জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করা। মহামারি মোকাবেলায় মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ডেঙ্গু বা কভিডের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক ক্লিনিক্যাল প্রটোকল তৈরি, যা অনুসরণ করে উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে এক অভিন্ন চিকিৎসা প্রদান করা। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত তা করেনি। এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীদের হাম ব্যবস্থাপনায় কোনো বিশেষ ওরিয়েন্টেশন বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। অন্য ধাপগুলোর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য নজরদারির মাধ্যমে রোগের বিস্তার ও ধরন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা। আক্রান্তদের দ্রুত শনাক্ত করতে ব্যাপক পরীক্ষা, সংক্রমিতদের আইসোলেশন এবং সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা। হাসপাতালে আইসিইউ, পিআইসিইউ ও অক্সিজেন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী নিশ্চিত করা। এর বাইরে অতি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ধাপ হলো 'ডেথ রিভিউ' বা মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ, যার মাধ্যমে কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা নির্ণয় করাও সহজ হয়। এসব বাস্তবায়ন করা হয়নি। জানা যায়, রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতেই শুধু হাম শনাক্তের পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাও সেখানে কিটের স্বল্পতা রয়েছে। দিনে তিন-চার শ নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও কিটস্বল্পতার কারণে বর্তমানে গড়ে পরীক্ষা হয় মাত্র ১২০টির মতো। অন্যদিকে পর্যাপ্ত কিট থাকলে সারা দেশে আরো বেশ কিছু হাসপাতালে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেত এবং রোগ শনাক্ত করার প্রক্রিয়া দ্রুততর হতো। আমরা আশা করি, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার হাম নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

রাষ্ট্রপতির কোনো অধিকার

আমি রাষ্ট্রপতির বক্তব্য শুনিনি, পড়িওনি। তাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, রাষ্ট্রপতির অপসারণ ও গ্রেফতার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির কোনো অধিকার নেই বঙ্গভবনে থাকার, এখানে এসে বক্তব্য দেওয়ার। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। রাষ্ট্রপতির 'কুকীর্তি' তুলে ধরার কথা জানিয়ে নাহিদ বলেন, তাকে তিনটি লক্ষ্য দিয়ে দুদকের কমিশনার করা হয়। এর এক নম্বর হচ্ছে, খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিশ্চিত করা। দুই নম্বর হচ্ছে, পদ্মা সেতুর দুর্নীতির অভিযোগ থেকে আওয়ামী লীগকে ক্লিনশিট দেওয়া। তিন নম্বর হচ্ছে, ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিন সরকারের সময় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে হওয়া দুর্নীতির মামলা বাতিল করা। এমন একজন ব্যক্তিকে বিএনপি সরকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে এখনো মেনে নিচ্ছে- তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পু এস আলমের হাতে ইসলামী ব্যাংককে তুলে দেওয়ার কারিগর। এস আলম দুই কোটি আমানতকারীকে পথে বসিয়েছিল। জুলাই গণহত্যার সময় তার (রাষ্ট্রপতি) ভূমিকা, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা সবকিছু আমরা জানি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, একজন দুর্নীতিবাজ, অপদার্থ, মিথ্যুক, গণহত্যার দোসর এখনো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, তখনকার পরিস্থিতি ও বর্তমান সময় এক নয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের সামনে দুটি বিকল্প ছিল। একটি ছিল জাতীয় সরকার গঠন, আরেকটি ছিল ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া। নাহিদ ইসলাম বলেন, জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব আমরা দিয়েছিলেন, তবে তা বিএনপি নাকচ করে দেয়। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা গেলে আজ যারা সরকারে আছেন, তারা সেখানে থাকতে পারতেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। সাবেক এ উপদেষ্টা বলেন, দেশের স্থিতিশীলতার স্বার্থে তারা সে সময় সরকারে গিয়েছিলেন। এখন নির্বাচিত সরকার। চাইলে বিএনপি রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন করতে পারে। বিএনপিতে সে ধরনের যোগ্য ও আস্থাভাজন লোক রয়েছে। গাধাকে দিয়ে হাল চাষ করিয়ে কোনো 'বাহাদুরি নেই', এটা সরকারের দেউলিয়াত্ব।

আমাদের অধিকার খর্ব করবেন

না। আমাদের অধিকার আপনার (স্পিকার) মাধ্যমে সংরক্ষিত হোক। এই বিল দুইটিই স্থগিত করুন, যেগুলোর কাগজ আজকেই সরবরাহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০২৬ পাসের জন্য উত্থাপন করার সময় তিনি পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা বেশিরভাগ সংসদ সদস্য এখানে নতুন এসেছি। আমরা বিধিগুলো আস্তে আস্তে রপ্ত করছি। বিধি মোতাবেক এই সংসদ চলবে, এতে আমাদের সকলের সহযোগিতা করা উচিত। স্পিকারের চেয়ার থেকে বারবার এ অনুরোধ আমাদের জানানো হয়েছে এবং আমরা তা সম্মান করি। তিনি আরও বলেন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০২৬ এই বিলটি কোনো সময়সীমার মধ্যে বন্দি নয়। এখানে সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই বিধি মানাই উচিত ছিল। আমরা তিন দিন আগে চেয়েও তো পেলাম না, এমনকি এক দিন আগেও ম্যাটেরিয়ালসগুলো পাইনি। মাত্র এখন ডেস্কে এসে পেয়েছি। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আমি আবারও বলছি, এটি সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও অনেক বিল এই সংসদে আসবে এটাই স্বাভাবিক। বিল আসবে, আইন সংশোধন হবে; আমাদের এগিয়ে যেতে হলে এগুলো লাগবে। কিন্তু যেখানে যা প্রযোজ্য, তা-ই হওয়া উচিত। যেহেতু এর কোনো সময়সীমা নেই, তাই এটি পরবর্তী অধিবেশনে আনা যেতে পারে। আমি অনুরোধ করব, এই আলোচনা এখানে স্থগিত করা উচিত। তখন ডেপুটি স্পিকার বলেন, মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা, আমরা বিধি ৮০-তে আছি। বিধি অনুযায়ী বিলের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য, বিল দেওয়া হয়েছে গত পরশু দিন এবং রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ-বয়সসীমা ইস্যুতে

চৌধুরী বলেন, অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের কাজে লাগাতে বয়সসীমা শিথিল করা জরুরি। অপরদিকে বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান অভিযোগ করেন, সরকারের সাম্প্রতিক নিয়োগ ও নীতিগত সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট। তবে সরকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আর্থিক খাতে কোনো রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হবে না এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দুটি বিল পাস হয়। বিল দুটি পাসের সময় আপত্তি জানায় বিরোধী দল। সংসদে পাস হওয়া বিল দুটি হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন (সংশোধন) ২০২৬ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল ২০২৬। এ সময় ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যমান আইনে, কোনো ব্যক্তি ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ করলে তাকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর চেয়ারম্যান বা কমিশনার হিসেবে নিয়োগের অযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয় বা তিনি পদে বহাল থাকতে পারেন না। বিলটি পাস হওয়ায় এ বিধান বিলুপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) আইনে বলা আছে, ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হলে কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হতে পারেন না। নতুন বিল পাসের পর এ বিধানটিও বাতিল হয়েছে। বিল দুটির উদ্দেশ্য ও কারণসংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে আইনগুলো সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। তবে বিরোধী দল এ বিলের বিরোধিতা করে বলেছে, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাবে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিল পাস হওয়ার পর এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা উঠলে অর্থমন্ত্রী তার যুক্তি তুলে ধরেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৩ সালে যখন আইনটি করা হয়, তখন গড় বয়স ছিল ৫৭ বছর। এখন গড় বয়স ৭২ বছর। এ অবস্থায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বাইরে রাখা যৌক্তিক নয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই যোগ্য ব্যক্তিদের কাজে লাগাতে বয়সসীমা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে দক্ষ জনবল প্রয়োজন, তাই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর বিরোধিতা করে বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যোগ্য ব্যক্তিদের জায়গা দেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলো জনআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি আরও বলেন, যেভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এভাবে চললে দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বিরোধী দলের বক্তব্যের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে আর্থিক খাতে নিয়োগগুলো সবসময়ই অরাজনৈতিক ছিল। বর্তমান সরকারও সেই ধারা বজায় রাখবে। প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আর্থিক খাতে কোনো রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হবে না। সংসদে পাস হওয়া এসব সংশোধনী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা ও রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। তিনি বলেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই কি বয়সসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। আইনটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রভাব গভীর। তিনি আরও বলেন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বীমা খাত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের অনিয়মের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তিনি সতর্ক করে বলেন, যোগ্যতার কথা বলে যদি বিশেষ কাউকে বসানোর জন্য আইন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। সরকার বলছে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেবে-এখন জাতি দেখবে বাস্তবে কী হয়।

বর্তমান সরকার ধর্ম নিয়ে

ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে আমরা ব্যবহার করতে চাই না, অতীতেও আমরা তা করিনি। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকাল ১০টায় সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তারেক রহমান বলেন, আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী যারা যেখানে রয়েছেন তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তিনি বলেন, আমরা জানি পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে। প্রতিটি ধর্মেরই অসংখ্য অনুসারী রয়েছেন। প্রতিটি ধর্মই মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। প্রতিটি ধর্মেরই কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগুরু মহামতি গৌতম বুদ্ধ তার অনুসারীদের জন্য পঞ্চশীল নীতি দিয়েছিলেন। এই পঞ্চশীল নীতি হলো প্রাণী হত্যা না করা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা এবং মাদক থেকে বিরত থাকা। প্রেম, অহিংস এবং সর্বজীবে দয়াও বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা। সরকারপ্রধান বলেন, যে কয়টি জিনিস এখানে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে এই নির্দেশনা প্রতিটি মানুষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিক যার যার ধর্মীয় নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করলে সবাই মিলে একটি মানবিক রাষ্ট্র এবং সমাজ নির্মাণ করতে পারবো। 'সুতরাং, প্রতিটি নাগরিক যেন যে যার ধর্মীয় রীতিনীতি ও অধিকার বিনা বাধায়-স্বাধীনভাবে অনুসরণ-অনুকরণ ও ভোগ করতে পারে- এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণই হচ্ছে আমাদের সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব ও অঙ্গীকার। দল-মত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ যেন শান্তি এবং নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে তেমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।' বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যা একটু আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আমিও জোর দিয়ে আবারও একই কথা বলতে চাই ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি-অবাঙালি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই সব ক্ষেত্রে সমানভাবে অধিকার ভোগ করবে, এটাই বর্তমান সরকারের নীতি।

ছেলের যাবজ্জীবন, মায়ের

স্ট্যান্ড থেকে মিলনসহ তার মোটরসাইকেল ভাড়া নেন তাজিম ও আরেক যুবক। এরপর রাতেও বাড়ি না ফেরায় মিলকে বিভিন্ন স্থানে খুঁজতে থাকে তার পরিবার। এসময় তার ব্যবহৃত মোবাইলফোনটিও বন্ধ থাকে। এ ঘটনায় ১২ ফেব্রুয়ারি নেছারাবাদ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন নিহত মিলনের বাবা শাহাদত বাহাদুর। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি তাজিমের বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে মিলনের উদ্ধার করা হয়। মিলনকে হত্যার পর তাজিম তার মায়ের সহযোগিতায় মরদেহ গুম করেন। এ ঘটনার পর পাঁচজনকে আসামি করে নিহত মিলনের বাবা শাহাদাত বাহাদুর ওইদিন নেছারাবাদ থানায় একটি মামলা করে। তদন্ত শেষে তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) আবুল কালাম আকন রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশে টানা দুই দিন কোনো

২৯ এপ্রিল বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১০ হাজার ৬১২ মেগাওয়াট, যা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে টানা দুই দিন দেশে কোনো লোডশেডিং হয়নি।

বৃদ্ধাকে সঙ্গবদ্ধ ধর্ষণের পর

ভুক্তভোগী বৃদ্ধা। এতে হালিম ব্যাপারী ক্ষিপ্ত হয় এবং দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। পরে গত ২২ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টার দিকে হালিম ব্যাপারী ও মাসুদ খন্দকার ওই বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে কৌশলে ঘরে প্রবেশ করে। পরে হালিম ব্যাপারী বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে এবং মাসুদ খন্দকার ভিডিও ধারণ করে। পরে মাসুদ খন্দকারও বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে বৃদ্ধাকে ভিডিও দেখিয়ে দুই লাখ টাকা দাবি করে আসামিরা। ওই নারী টাকা দিতে পারবেন না জানালে তারা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করার হুমকি দেয়। পরে বৃদ্ধা স্থানীয় লোকজনকে জানিয়ে বিচার পেতে ব্যর্থ হয়ে বৃহস্পতিবার বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে মামলা করেন। অভিযুক্ত হালিম ব্যাপারী ধর্ষণের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, মাসুদ খন্দকার বৃদ্ধার অশ্লীল ভিডিও ধারণ করেছিলেন। টাকা দাবির বিষয়টি জানা নেই। মুলাদী থানার ওসি খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, বিধবা বৃদ্ধা অশ্লীল ভিডিও ধারণ ও টাকা দাবির ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে। বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী বরিশাল আদালতে একটি মামলা করেছেন। আদালতের নির্দেশনা পেলে আসামিদের গ্রেফতারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হামে আরও দুই শিশুর

করে ১ হাজার ১৫১ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৭ হাজার ১৩১ জনের হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এই হিসাব বুধবার সকাল ৮টা থেকে বৃহ: সকাল ৮টা পর্যন্ত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৮৪ জনের। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৮ জনে। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯ জনে। অন্যদিকে সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৭ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ১৫১ জনের। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৪৮ জন। এই সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৩৪ জন। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৫ হাজার ১৫৮ জন। আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ২১ হাজার ৭৫৬ জন।

বিগত ১৬ বছর শেখ

তাকে দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় দেশনেত্রী হিসেবে তুলে ধরে।' বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সংসদ ভবনের কার্যালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশ ও রাশিয়া অকৃত্রিম বন্ধু। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা অগ্রগণ্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশের পক্ষে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ভেটো দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধুত্বের অনন্য নজির স্থাপন করে।' স্পিকার বলেন, 'যুদ্ধপরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে সোভিয়েত সরকার এগিয়ে আসে এবং এর ফলে অতি দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দর সচল হয়। মাইন সরানোর এই কাজে এক তরুণ সোভিয়েত নাগরিক প্রাণ হারান। বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার এসব অবদান কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে।' সাক্ষাৎকালে তারা দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা, মানবসম্পদ রপ্তানি, জ্বালানি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া ও হতাহত বাংলাদেশিদের সংকট ও এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন বলেন, 'বাংলাদেশ ও রাশিয়া সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরমাণু রিঅ্যাকশনজনিত কারণে প্রথমদিকে ধীরে ধীরে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ২০২৭ সালের মধ্যে এটি তার মোট উৎপাদনক্ষমতার ৪০% জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করবে।' এসময় জাতীয় সংসদের 'স্পিকার' পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানান রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। স্পিকার রাশিয়ার সঙ্গে বর্তমান সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ নবায়ন ও সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে রাশিয়ান এম্বাসির প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনায়

নিখোঁজ হন। পরবর্তীতে মাঠে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিবারের লোকজন ধারণা করেন বজ্রপাতের কারণে স্বাধীনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নের জানখালী গ্রামের নবী হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ হাসান (২৫) বলেশ্বর নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন। তার সাথে থাকা সোহেল জানান, বজ্রপাতের সময় তিনি নদীতে পড়ে যান। পরবর্তীতে খুঁজে আর তাকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতর পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পটুয়াখালী: পটুয়াখালীতে একদিনে বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলার কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে রাঙ্গাবালী উপজেলার চরগঙ্গা গ্রামে গরু বাঁধতে গিয়ে বজ্রপাতে সৌরভ মজুমদার (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। দুপুরের দিকে কলাপাড়া উপজেলার তারিকাটা গ্রামে ভুট্টা ক্ষেতে কাজ করার সময় মারা যান জহির উদ্দিন (২৮)। এ সময় পূর্ব চাকামাইয়া গ্রামে গরুকে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে মারা যান সেতারা বেগম (৫৫)। আর শান্তিপুর গ্রামে মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতে নিহত হন খালেক হাওলাদার (৫৫)। কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, নিহতদের বাড়িতে গ্রাম পুলিশ পাঠিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তবে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউছার হামিদ বলেন, উপজেলায় তিন জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য পরবর্তী সময়ে কী ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এদিকে গত দুই দিনে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রপাতে মারা গেছে অর্ধশতাধিক গরু মারা গেছে। কলাপাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মারুফ বিল্লাহ বলেন, ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত উপজেলার প্রায় ২৯টি গরুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। আজকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো হাতে আসেনি। তবে অনেক কৃষক তার গরু মারা যাওয়ার খবর জানায়নি। মৃত গরুর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। বরগুনা: বরগুনায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই উপজেলায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরের দিকে পাথরঘাটা ও আমতলী উপজেলায় এসব ঘটনা ঘটে। পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনামুল হক এবং আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মাদ জাফর আরিফ চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বরগুনায় দুপুরের দিকে কালবৈশাখী ঝড়সহ মুষলধারে বৃষ্টি এবং বজ্রপাত শুরু হয়। এসময় আমতলী উপজেলার বাসিন্দা কৃষক নুরজামাল মাঠের পানিতে মাছ ধরছিলেন। অপরদিকে পাথরঘাটার বাসিন্দা আল-আমীন বলেশ্বর নদীতে মাছ শিকার করছিলেন। এসময় হঠাৎ পৃথক ওই দুই এলাকায় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে তাদের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মাদ জাফর আরিফ চৌধুরী বলেন, আমতলীতে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পরপরই নিহতের পরিবারের সদস্যদের নিকট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২৫ হাজার টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার

স্মরণে বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয়ে আসছে দিবসটি। মহান দিবসের সূচনা আজ থেকে ১২৭ বছর আগে মার্কিন মুলুকে। ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে একদল শ্রমিক মালিকপক্ষকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মসময় নির্ধারণের দাবি জানান। এ দাবি পূরণের সময় হিসেবে ১৮৮৬ সালের ১ মে নির্ধারণ করেন শ্রমিকরা। কিন্তু কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের এ দাবি কানে তোলেননি। তাই দাবি আদায়ে পহেলা মে শিকাগোতে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের জমায়েত ঘটে। একপর্যায়ে শ্রমিকদের দমাতে শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশ। সংঘর্ষ হয় দুই পক্ষের মধ্যে। এতে এক শ্রমিক নিহত ও অনেকে আহত হন। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই বছরের ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় হঠাৎ বোমা হামলায় নিহত হন এক পুলিশ কর্মকর্তা। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে পুলিশ। এতে নিহত হন ১০-১২ শ্রমিক। আহত হন আরও অনেকে। সে দিন শ্রমিকদের আত্মদান বিফলে যায়নি। শিকাগো শহরের রক্তাক্ত ইতিহাস সারা বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলে। এ ঘটনার দুই বছর পর ১৮৮৯ সালে প্যারিসে ফরাসি বিপ্লবের ১০০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে শিকাগো শ্রমিক আন্দোলনের দিনটিকে ১৮৯০ সাল থেকে পালনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৮৯১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। সেই থেকে শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা দিনে আট ঘণ্টা করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই দিনটিকে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিনে ছুটির কথাও বলা হয়। সেই থেকে আজও মে মাসের প্রথম দিনটিকে (মে ডে) শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

জনগণের প্রত্যাশার আলোকে 'জুলাই

তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, বরিশাল জেলা আমির মাওলানা আব্দুস জব্বার, ঝালকাঠি জেলা আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, পিরোজপুর জেলা আমির মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন, বরগুনা জেলা আমির মাওলানা মুহিবুল্লাহ হারুন, ভোলা জেলা আমির মাস্টার জাকির হোসেন, পটুয়াখালী জেলা আমির অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়া জেলা নায়েবে আমির ও জেলার সেক্রেটারিগনের অংশগ্রহণে এ অঞ্চল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাউফলে বিনামূল্যে চক্ষু

আগামী ২ মে বরিশালের ইস্পাহানী আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে বিনামূল্যে অপারেশন করা হবে। ক্যাম্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ডা. এহসান হক এক বলেন, "ডিসিআই-আরএসসি চক্ষু ক্যাম্পের উদ্দেশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিতদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে নতুন আশা জাগিয়ে তোলা।

ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরছে

ক্লাস-পরীক্ষা। পরে ২৮ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পুরোপুরি স্থবির হয়ে যায়। চলমান সংকট নিরসনে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারসহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপাচার্যের কক্ষে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয় এবং একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে অনুরোধ জানানো হয়। আন্দোলনরত শিক্ষক ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন সহযোগী অধ্যাপক রাহাত হোসেন ফয়সাল বলেন, বিভাগীয় কমিশনার ও উপাচার্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাদের দাবির বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতির আশ্বাস পাওয়া গেছে। দ্রুত পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এবং পরবর্তীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা ক্লাসে ফিরে যেতে আগ্রহী। তবে এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. তৌফিক আলম বলেন, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বন্ধ থাকা ক্লাস ও পরীক্ষা দ্রুত শুরু করা হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো সমাধানে আগামী সিন্ডিকেট সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং সেখান থেকে সমাধান আসবে। বৈঠক শেষে বিভাগীয় কমিশনার সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া যৌক্তিকভাবে সিন্ডিকেটে আলোচনা করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার আলোকে সমাধান করা হবে। প্রয়োজনে বিষয়টি ইউজিসিতে পাঠানো হবে। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার পর এ সমঝোতায় স্বস্তি ফিরেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। তারা আশা করছেন, দ্রুত সংকটের স্থায়ী সমাধান হলে একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে এবং ক্লাস-পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় সেশনজটের যে আশঙ্কা ছিল তা কমে আসবে।

বাউফলে দাখিল পরীক্ষা শেষে

(২৮ এপ্রিল) আরবী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় একজন অনিয়মিত পরীক্ষার্থীকে খাতা দেখতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা শেষে রামনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বড়ডালিমা দাখিল মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের মারামারির ঘটনা ঘটে। তারা জানান, বিষয়টি বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা শুরুর পূর্বে দুই মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাধ্যমে সমঝোতাও হয়। তবে পরীক্ষা শেষে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পুনরায় বিবাদে জড়ানোর পরিস্থিতি তৈরী হয়। একপর্যায়ে পরীক্ষা থেকে বের হওয়ার পথে কেন্দ্রে দায়িত্বরত এসআই সিহাবের সহযোগিতায় অস্ত্রসহ পাশের ছোটডালিমা আব্দুস সালাম মৃধা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সিফাতকে ব্যাগে বহন করা একটি কুড়ালসহ আটক করা হয়। এসময় পালিয়ে যায় সুইচ গিয়ার ও দেশীয় অস্ত্রসহ তার আরো কয়েক সহযোগী। এ ঘটনায় মোট ছয়জনকে থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। তারা আরও জানান, আটক সিফাতের স্বীকারোক্তিতে জানা গেছে সে বড়ডালিমা মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী মিয়াদের ডাকে ব্যাগে কুড়াল নিয়ে এসেছে। মিয়াদ তার এলাকার বড় ভাই। পরীক্ষা শেষে অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তারই প্রস্তুতিতে সে কুড়াল নিয়ে আসে ও তার কয়েক সহোযোগি নিয়ে জটলা সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে বাউফল থানার ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমি আইন শৃঙ্খলা কমিটির মিটিংয়ে আছি। আটক সবাই শিশু আইনে পড়ে। থানায় নিয়ে প্রভিশন কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। তিনি আসলে সিদ্ধান্ত হবে।

বাংলাদেশ সীমান্তে কুমির-বিষধর

বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের যেসব এলাকায় বেড়া দেওয়া কঠিন, সেসব জায়গায় কুমির ও বিষধর সাপ ছেড়ে দিলে সেগুলো অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে। উল্লেখ্য, ভারতের ৫টি রাজ্যের সঙ্গে সীমান্ত আছে বাংলাদেশের। এই রাজ্যগুলো হলো পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম। এই ৫ প্রদেশের সঙ্গে মোট ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের। দীর্ঘ এই সীমান্তটি কিছু দুর্গম ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে নদী এবং জলাভূমিও। বিএসএফ জানিয়েছে, এসব জায়গায় বেড়া দেওয়া অসম্ভব। বিএসএফের মূল কাজের এলাকা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সীমান্ত। গত ২৬ মার্চ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় কমান্ডের পক্ষ থেকে বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কর্মকর্তাদের চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠিতে সীমান্তের 'ঝুঁকিপূর্ণ নদীপথের ফাঁকগুলোতে সরীসৃপ মোতায়েনের সম্ভাব্যতা' খতিয়ে দেখার বিএএফ কেন্দ্রীয় কমান্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ-ভারতের ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার জুড়ে বেড়া দিয়েছে নয়াদিল্লি; কিন্তু বাকি অংশে রয়েছে জলাভূমি ও নদী তীরবর্তী এলাকা, যার উভয় পাশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে। সাম্প্রতিক এক বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফ তার ইউনিটগুলোকে সীমান্তবর্তী নদীপথের ফাঁকফোকরগুলো সরীসৃপের ব্যবহারের জন্য কতখানি উপযোগী তা 'নিবিড়ভাবে' খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। এই খবরটি প্রথম প্রকাশ করে ভারতের আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম 'নর্থইস্ট নিউজ'। গত বছর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "প্রতিকূল ভূখণ্ড সত্ত্বেও বিএসএফ বাংলাদেশ থেকে অবৈধ সীমান্ত পারাপার এবং নথিবিহীন অভিবাসন রোধে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।" তবে সেই প্রতিবেদনে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছিল, "নদী তীরবর্তী ও নিচু এলাকা, সীমান্তের নিকটবর্তী বসতি, বিচারাধীন ভূমি অধিগ্রহণ মামলা এবং সীমান্তবাসীর প্রতিবাদের মতো কিছু সমস্যাপূর্ণ এলাকার কারণে এই সীমান্তের নির্দিষ্ট কিছু অংশে বেড়া স্থাপনের কাজ ধীর হয়ে গেছে।" ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। বিজেপির অভিযোগ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপকহারে প্রবেশের কারণে এসব রাজ্যের জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন ঘটছে।

৬ লাখ যক্ষ্মার কিট ও শিশুদের জন্য ওষুধ দিলো যুক্তরাষ্ট্র

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ৬ লাখ জিন এক্সপার্ট যক্ষ্মা পরীক্ষার কিট এবং শিশুদের জন্য ১১ হাজার যক্ষ্মার চিকিৎসা ওষুধের কোর্স দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ঢাকার একটি যক্ষ্মা হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন এই অনুদান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বলছে, এই অনুদানটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে এবং দ্বিপাক্ষিক স্বাস্থ্য অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নতুন পাঁচ বছর মেয়াদি কাঠামোর অধীনে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

শায়েস্তাবাদ ষাঁড় গরু জবাইয়ের

সুযোগ ছিল না। অথচ একটি মহল ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার নামে গুজব ছড়িয়েছে। কারণ, ষাঁড় গরু জবাইয়ের দিন এলাকাতেই ছিলাম না। পরে এলাকায় এসে পুরো ঘটনা জানতে ও শুনতে পারি। গুজব তথ্য ছড়ানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রয়োজনে আমি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো। মূল বিষয় হলো : - ২০১১ সালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করে এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রায় ১৫ বছর ধরে ষাঁড়টি এলাকায় অবাধে বিচরণ করে। বয়স বেড়ে যাওয়ায় ষাঁড়টি দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ইউনিয়নের শত শত বাসিন্দা যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল ষাঁড়টি জবাই করে ১৫৯ টি অংশ ভাগ করে জনগণ নিয়ে যায়। টাকা উঠে ৯৩ হাজার। নামের তালিকারও লিস্ট রয়েছে। পরদিন অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল এলাকার জনগণ বরিশাল চরমোনাই বাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি নতুন ষাঁড় গরু ক্রয় করে পূর্বের ন্যায় এলাকায় অবমুক্ত করে। ষাঁড়টি শনাক্তের জন্য শরীরে "ঋ+৯" চিহ্ন দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অর্থ ইউনিয়নের বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরো বিষয়টি বিকৃতভাবে উলটো উপস্থাপন করে জনমনে আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এলাকার শত শত জনগণ নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ষাঁড় গরুটি জবাই দিয়েছে। ঘটনার দিন আমি (চেয়ারম্যান) এলাকাতেই ছিলাম না। ষাঁড় জবাইয়ের ঘটনায় আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে এলাকার জনগণ আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন এবং ইউপি সদস্য হিসেবে জনগণ ভোটে দিয়ে বারবার নির্বাচিত করেছেন। এই জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ন করতেই একটি স্বার্থান্বেষী মহল আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, সদর উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর এলাকা থেকে নিখোঁজ যে ষাঁড়ের বিষয়ে বরিশাল কাউনিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে- সেই ষাঁড়, শায়েস্তাবাদে জবাই করা ষাঁড় নয়। সরেজমিনে যে কেউ গেলে হাতেনাতে প্রমাণ মিলবে। ষাঁড় জবাইয়ে বরিশাল জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) অবগত রয়েছেন কিনা? জানতে চাইলে চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে কর্মকর্তাকে জানানোর পূর্বেই পুরো ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নিয়ে গেছে ষড়?যন্ত্রকারীরা। কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর এলাকায় এসে ইউপি কার্যালয় থেকে সব খোঁজ খবর নেয়ার পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্যই বিষয়টি সম্পর্কে কর্মকর্তাকে অবগত করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে আসা ২ ব্যক্তি বলেন, ঘটনাটি যে পরিকল্পিত তার প্রমাণ দেখুন- অভিযোগের ১ নং সাক্ষী মো. আসাদুর রহমান (রাজিব) গরুর মাংসের ৩ ভাগ একা চেয়েছিল। তাকে ২ ভাগ দেওয়া হয়েছে। চাহিদামতো মাংস না পেয়ে ডিগবাজি দিয়েছে। মাংস ভাগ নেয়ার পরও সে সাক্ষী হয় কীভাবে।

চরফ্যাশনের শ্রম বেচা

বা বাসাবাড়িতে নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন গৃহস্থলি কাজে এসব শ্রমিকের চাহিদা ও মূল্য উভয়ই কিছুটা বেশি। তাই উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল, মাদ্রাজ, আসলামপুর, ওমরপুর, এওয়াজপুর, নজরুল নগর, ঢালচর, কুকরি-মুকরি ও চরকলমীসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে শতাধীক দিনমজুর বাড়তি আয়ের আশায় চরফ্যাশন সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট সংলগ্ন রাস্তায় হাটের দিনে ভিড় জমান। দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে এই শ্রম বেচাকেনা। কৃষিশ্রমিক ও সাধারণ দিনমজুরসহ অন্যান্য কাজের শ্রমিকদের সবাই দরদামের মাধ্যমে নিজেদের শ্রম বিক্রি করেন। এসব শ্রমিকদের এখানে বিদেশি কামলা বলে। আর এই হাটকেও বিদেশি কামলার হাট হিসেবে চিনে। কাজের ধরন ভেদে ৩বেলা খাওয়া ও নাস্তাসহ এই হাটে শ্রমের মূল্য ওঠানামা করে। বর্তমানে মাটি কাটা,কৃষি বা গৃহস্থালি কাজের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮০০থেকে ১০০০ টাকা চুক্তিতে বিক্রি হন এসব শ্রমিক। মাসিক চুক্তিতেও কাজ করেন এই শ্রমিকরা। আরও জানা যায়, প্রান্তিক অঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষ জীবিকার টানে ও অর্থের জোগান দিতেই এই হাটে গায়ের শ্রম বিক্রি করেন। কামলার হাটে এক শ্রেণির মানুষ আসেন বিক্রি হতে, অন্য শ্রেণির মানুষ আসেন শ্রম কিনতে। চলতে থাকে দরদাম, পণ্যের মতোই মৌসুম বিবেচনায় তাদের দামও ওঠানামা করে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে নিজেদের যেন এভাবেই বেচে দিচ্ছেন গ্রামের এই মেহনতি মানুষগুলো। এ হাঁটে নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই প্রায় সবাই বিক্রি হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে অল্পসংখ্যক মানুষ অবিক্রিত থাকে। বিক্রি না হওয়া দিনটাতে কেউ কেউ আবার অন্য কাজ খোঁজেন, আবার কেউ কেউ বাড়ি চলে যান। জীবিকার ঘানি টানার তাগিদেই জীবন সংগ্রামের ঘাঁটি হিসেবে অনেকেই বেছে নিয়েছেন কামলা বিক্রির এই হাটকে। মাটিকাটা শ্রমিক গ্রুপের সরদার আবুল হোসেন বলেন, তার বাড়ি চর মানিকার মাঝের চরে। ওই চরে এখনো মানুষের বসবাস গড়ে ওঠেনি। অল্প কিছু মানুষ চরে বাস করেন। যার ফলে নদীতে মাছ ধরা ছাড়া সেখানে তেমন কোনো কাজ নেই। একটু বাড়তি আয়ের আশায় তিনি এখানে চলে এসেছেন। মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব ঢাল চরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ হায়াত আলী বলেন, প্রতিদিনই শ্রম বিক্রির জন্য তিনি এই হাটে আসেন। মাঝেমধ্যে দু-এক দিন কাজ মিস হলেও মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার কাজ করেন তিনি। তার জীবনে তিনি অন্তত ১০বার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছেন। হারিয়েছেন ভিটেমাটি আর কৃষি জমি। তার গ্রামে মৎস্য শিকার ছাড়া আর কোনো কাজ না থাকায় তিনি মানুষের বাসাবাড়িতে মাটিকাটাসহ গৃহস্থালী যেকোনো কাজ করেন। আবদুল্লাহ নামের এক যুবক বলেন, আমি মূলত রাজ মিস্ত্রিদের হেল্পার হিসেবে কাজ করি। মাঝেমধ্যে কাজ না থাকলে এই হাটে আসি এবং যখন যেই কাজ পাই তাই করি। অভাব অনটনের সংসারে পড়ালেখা করতে পারিনি। বাবার মৃত্যুর পরে সংসারের হাল ধরেন আবদুল্লাহ। ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা দিন চুক্তিতে কাজ করেন তিনি। পৌরসভা ১নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও শ্রমিক কিনতে আসা শিক্ষক মনোয়ার হোসেন বলেন, বাসার মাটির নিচে পানির ট্যাংকি ও ঘরের পেছনে কিছু মাটি কাটার জন্য শ্রমিক কিনতে এসেছি। তাই এ মানুষ বিক্রির হাটে এসেছি। ১ হাজার টাকা রোজ চুক্তিতে একজন ও ৮০০ টাকা করে দুইজন মাটিকাটার শ্রমিক নিলাম। কাসেমগঞ্জের বাজার ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন মিয়া মানুষ বিক্রির হাটে এসেছেন মাটি কাটার দিনমজুর কিনতে। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, বরষা মৌসুমে তার পুকুরের পাড় ডুবে যায়। তাই পাড়ের মাটি উঁচু করতে মাটি কাটা শ্রমিক লাগবে। তাই ৮জন শ্রমিক নিয়েছি। পুরো দিন ১০০০টাকা করে ৩বেলা খাবারসহ নাস্তা দেয়া লাগবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুমানা আফরোজ বলেন,আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মে দিবসেই শুধু শ্রমিকদের সম্মান নিয়ে কথা বলা হয়। শ্রমিকদের শরীরের ঘাম কখনোই শুকায়না সবসময় ভেজা থাকে তাদের চোখের নোনা পানিতে। আর তাই আমাদের সকলের উচিত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও শোষণ বন্ধে মালিক শ্রমিকের সু-সম্পর্ক বাস্তবায়ন করা।

গৌরনদীতে একদিনে

জোলেখা বেগমসহ ১৪ জন। একই দিন বিড়ালের কামড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে এলাকার গোপাল কুন্ডুর ছেলে মিটুল কুমার কুন্ডু (২৯)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেজিস্টার সূত্রে আরও জানা গেছে, বুধবার (২৯ এপ্রিল) বাউরগাতি গ্রামের লোকমান হোসেনের স্ত্রী বিউটি বেগম (৪৬), শাওড়া গ্রামের ইমরান হোসেনের পাঁচ বছর বয়সের ছেলে আল জামিন কুকুরের কামড়ে ও পতিহার গ্রামের ওমর গাজীর মেয়ে খাদিজা বেগম (২৮) বিড়ালের কামড়ে আহত হয়ে গৌরনদী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। উপজেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. সমিরন হালদার জানিয়েছেন, কুকুর ও বিড়ালের কামড়ে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার পর তারা নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছেন।

ভাতিজাদের পিটুনিতে চাচা নিহত

বিরোধের জেরে চলমান একটি মামলাকে কেন্দ্র করে রবিবার (২৬ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে মানিক সরদার ও তার ছেলে মেহেদীকে প্রথমে নিজ বাড়িতে মারধর করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, তার ভাইপো রাব্বি সরদার, আজিম সরদার এবং প্রতিবেশী রবিন শেখ, সজিব ও সাইফুল মৃধা তাদের মারপিট করে টেনে-হিঁচড়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে মানিক সরদারের বড়ভাই মজিবর সরদারের বাড়িতে নিয়ে দ্বিতীয় দফায় বেধড়ক মারপিট করা হয়। এ সময় স্বামী ও ছেলেকে রক্ষা করতে গেলে মানিকের স্ত্রী ফরিদা বেগমকেও মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মানিক সরদারের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করলেও পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়াই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। নিহতের স্বজনদের দাবি, এর আগেও জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে তাদের তিনটি গরুকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, মরদেহ থানায় নেওয়ার পর একাধিকবার মামলা করার চেষ্টা করলেও পিরোজপুর সদর থানা পুলিশ মামলা নেয়নি। এমনকি লিখিত অভিযোগও গ্রহণ করতে চায়নি। উল্টো আসামিপক্ষের সঙ্গে এক লাখ টাকা নিয়ে বিষয়টি মীমাংসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। নিহতের ছেলে মেহেদী সরদার বলেন, "আমরা ঘরে ঘুমে ছিলাম। হটাৎ রাত ৯ টার দিকে ওরা ৬-৭ জন ঘেরাও দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে আমাকে এবং আমার বাবাকে মারধর করে টেনে-হিচড়ে নিয়ে গিয়ে মজিবর সরদারের ঘরে আটকে রেখে বেধড়ক মারপিট করে। পরে আমার বাবা প্রকৃতির ডাকে বাইরে যায়, বেশকিছু সময় ধরে না আসলে তখন আমি জোর করে বাইরে বের হয়ে গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে শুয়ে আছে এবং তার শরীর ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে, তখন আমরা বাবা বলে ওরা আমাকে মারছে।" নিহতের মেয়ে তামান্না আক্তার বন্যা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "রাতে আব্বা ডাক দিলে গিয়ে দেখি অন্ধকারে মাটিতে পড়ে আছে সে ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছেন না। তখন আব্বা বলছিলেন, ডাক্তার দেখাতে নিলে তিনি বাঁচবেন। কিন্তু কেউ তাকে হাসপাতালে নেয়নি। আমার আব্বাকে ওরা পিটাইতে পিটাইতে শেষ করে ফেলছে। এর আগেও আমাদের তিনটি গরু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলছিল। আমি এই হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ বিচার চাই।" নিহতের স্ত্রী ফরিদা বেগম বলেন, "আমাকে এক লাখ টাকা নিয়ে মিমাংসা হইতে বলে কিন্তু আমি আমার স্বামীর হত্যাকারীদের বিচার চাই। আমি খয়রাত করে হলেও মামলা চালাবো, এই সন্ত্রাসীদের বিচার করতেই হবে।" দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. নোমান মৃধা বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নৃশংস। আমি জানলে এরকমটা হতো না। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।" এ বিষয়ে পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাসরিন জাহান বলেন, "ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত থানায় কেউ মামলা করতে আসেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

দীর্ঘ ১০৪ বছর পর কলাপাড়ায়

উপজেলার মানুষকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার পেতে জেলা শহরে যেতে হতো, যা ছিল সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। স্থানীয় আইনজীবীরা জানান, নতুন এই আদালত চালুর ফলে এখন থেকে দুই উপজেলার মামলার বিচার কার্যক্রম স্থানীয়ভাবেই সম্পন্ন হবে। এতে বিচারপ্রার্থীদের সময় ও খরচ দুটোই কমবে এবং বিচারপ্রাপ্তি সহজ হবে। কলাপাড়া উপজেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, এটি আমাদের এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষ এখন দ্রুত ও সহজে ন্যায়বিচার পাবে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক সেবার মান উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।

নাফ নদী থেকে বাবা-ছেলেসহ ৭ জেলেকে

শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদী থেকে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আটক জেলেরা হলেন- টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ ডেইল পাড়ার বাসিন্দা আলী আহমেদ ও তার দুই ছেলে নুরুল আবসার ও আব্দুর রহিম, এবং সাবরাংয়ের লাল মিয়ার ছেলে আব্দুর রহমান, নুর আহমেদের ছেলে সাব্বির আহমেদ, গুরা মিয়ার ছেলে নুর আহমদ, মুকুল আলীর ছেলে গুরা মিয়া, নুরু মিয়ার ছেলে আব্দুল মোতালেব। স্থানীয় জেলে আরাফাত রহমান জানান, বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদীতে ১০-১৫টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এ সময় রাখাইন সীমান্ত থেকে আসা আরাকান আর্মির সদস্যরা দুটি নৌকাসহ ৭ জন জেলেকে আটক করে নিয়ে যায়। আটক জেলেদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন সদস্যও রয়েছেন বলে তিনি জানান। টেকনাফ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম জানান, আরাকান আর্মির হাতে জেলে আটকের বিষয়টি তিনি শুনেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

ইরানের নতুন জোট: ২০ দিনের মধ্যেই

গার্ড কোর (আইআরজিসি) -এর গোয়েন্দা সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে তাসনিম নিউজ এজেন্সি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় সংস্থাটি দাবি করে, " ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন 'গ্লোবাল এনার্জি ব্যবস্থাপনা' কৌশল থেকে সরে এসে 'বাধা সৃষ্টি'র কৌশল গ্রহণ করে এবং এই নৌ অবরোধ ছিল চীন, রাশিয়া ও ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।" তারা আরও বলে, "কিন্তু ২০ দিন পর হোয়াইট হাউস নিজেই বুঝতে পারছে এই প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে এবং তেহরান এখন 'অস্থিতিশীলতা-বিরোধী জোট (অ্যান্টি-ডিসরাপশন জোট)'-এর কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে।" গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বিনা উসকানিতে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। ওই সংঘাতে ইসলামী বিপ্লবের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি এবং কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন বলে দাবি করা হয়। একই দিনে মিনাবের একটি স্কুলে চালানো টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় ১৬৮ শিক্ষার্থী হয়। এর জবাবে ৪০ দিনে ১০০ দফা পাল্টা হামলা চালায় ইরান। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪০-৫০ বিলিয়ন ডলারের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে সিএনএন। গত ৭ এপ্রিল ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের পারস্পরিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। এর প্রেক্ষিতে ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। ১১ এপ্রিল ইসলামাবাদে সরাসরি আলোচনায় বসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধি দল। ইরানের লিগ্যাল মেডিসিন সংস্থার তথ্যমতে, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘাতে মোট ৩ হাজার ৩৭৫ জন নিহত হন, যার মধ্যে ২,৮৭৫ জন পুরুষ এবং ৪৯৬ জন নারী। এছাড়া জরুরি চিকিৎসা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এই যুদ্ধে ১১৮ জন চিকিৎসাকর্মী আহত হন এবং ২৬ জন নিহত হন।

ছেলেকে বাঁচাতে ট্রেনের নিচে

আল-জাজিরা লিখেছে, বাংলাদেশের একটি রেলস্টেশন থেকে পাওয়া চাঞ্চল্যকর ভিডিওতে দেখা যায়, প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যাওয়ার পর এক বাবা তার শিশুকে চলন্ত ট্রেনের রক্ষা করছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আটটি বগি তাদের ওপর দিয়ে চলে গেলেও তারা দুজনেই অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান। পুরো ঘটনা এবং ভিডিও শেয়ার করে ফ্রি প্রেস জার্নাল লিখেছে, বাবার ক্ষণিকের সাহসিকতায় মারাত্মক পতন থেকে রক্ষা পেল শিশু। ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতেও। ফেসবুক-ইউটিউব-এক্সের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে বহু মানুষ এটি শেয়ার করেছেন। লেবানিজ-অস্ট্রেলিয়ান ইনফ্লুয়েন্সার মারিও নওফাল ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন, বাংলাদেশে রেললাইনে পড়ে গিয়েও শিশুটি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে তার বাবা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে তাকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কী দারুণ বীর!

বরিশালে অনুষ্ঠিত

সাধারণ মেম্বারা সকলে উপস্থিত হন। প্রথম মিটিং ক্যাপ্টেন ,, ভাইস ক্যাপ্টেন এবং দুজন উপদেষ্টা মিলে ম্যাচের নিয়ম কানুন এবং ওয়েট ক্যাটাগরি প্লেয়ার এন্ট্রি ফি ও জবভবথবব সিলেকশন ও কোন কোন জেলা বা বিভাগ থেকে প্রতিযোগী আসবে তা নিয়ে আলোচনা হয় । দ্বিতীয় পর্যায়ে মিটিং এর সময় ক্যাপ্টেন সাধারণ মেম্বারদের উদ্দেশ্যে নিয়ম-কানুন এবং ওয়েট ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করে এবং টুর্নামেন্টের বিস্তারিত এবং ডেট ফিক্সড সেই দ্বিতীয় মিটিংয়ে বসে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ফাইনাল হয় । এ নিয়ম মেনে চলছে প্রতিযোগিতা। বর্তমানে এ টিমে ৪০ জন সদস্য রয়েছেন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে বরিশাল খুলনা ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এ প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী এবং দর্শক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক সংকট। ভালো স্পন্সর পাওয়া গেলে এ খেলাটি দেশে ভালো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে।

ঝালকাঠিতে কালবৈশাখীর

আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৯২ হেক্টরের ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। মৌসুমের শেষ সময়ে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠের বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বছর শুরু থেকেই উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা চাপে ছিলেন। জ্বালানি তেলের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অনেক কৃষক বেশি দামে ডিজেল কিনে চাষাবাদ চালাতে বাধ্য হন। এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টিতে ফসল তলিয়ে যাওয়ায় তাঁদের ক্ষতি আরও গভীর হয়েছে। ঝালকাঠি সদর উপজেলার নতুল্লাবাদ ইউনিয়নের হরিপাশা গ্রামের কৃষক মো. মোসলেম হাওলাদার বলেন, 'ব্রি ধান-৭৪ জাতের ১৬০ শতক এবং হাইব্রিড ময়না ও টিয়া জাতের ১২০ শতক জমির ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। টানা বৃষ্টি ও ঝড়ে ধানগাছ ভেঙে পড়ায় ফসল ঘরে তোলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ বছর উৎপাদন খরচ বেশি ছিল, তার ওপর ডিজেলের সংকট ছিল। এখন পুরো ফসল পানির নিচে চলে যাওয়ায় বড় ক্ষতির মুখে পড়েছি।' নলছিটি উপজেলার শীতলপাড়া এলাকার কৃষক মামুন হোসেন বলেন, '৫৫০ শতক জমিতে প্রায় ২ লাখ টাকা খরচ করেছি। এখন সব পানির নিচে। ধান কাটা সম্ভব হচ্ছে না।' একই উপজেলার পরমপাশা গ্রামের কৃষক সবুজ খান বলেন, 'চার কুড়া জমির ধান ঝড়ে শুয়ে গেছে, অনেক জায়গা পানির নিচে চলে গেছে। এ বছর খরচ বেশি ছিল, এখন পুরোটা ক্ষতি হয়ে গেল।' ঝালকাঠি সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলী আহমেদ বলেন, মাঠপর্যায়ে কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিপক্ব ধান দ্রুত কেটে ফেলার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. রিয়াজ উল্লাহ বাহাদুর জানান, জেলায় বর্তমানে ৯টি কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা চলছে। যেসব ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেছে, সেগুলো দ্রুত কাটার জন্য কৃষকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে বড় সমস্যা হবে না, তবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।

ন্যায্য মজুরির হাহাকার, ঝালকাঠির লবণ শ্রমিকদের জীবন এখন চরম সংকটে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা ঝালকাঠির একসময়ের সমৃদ্ধ লবণশিল্প আজ বহুমুখী সংকটে জর্জরিত। বিশেষ করে শ্রমের ন্যায্য মূল্য না মেলায় চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হাজারো শ্রমিক। নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে যে মজুরি তারা পাচ্ছেন, তা দিয়ে পরিবারের নূন্যতম ভরণপোষণ মেটানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রখর রোদে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের পর একজন শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে মাত্র ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। বর্তমান বাজারদরের তুলনায় এই মজুরি অত্যন্ত নগণ্য। জীবনযাত্রার ব্যয় সামলাতে না পেরে অনেক শ্রমিক এনজিও বা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাদের অভাবকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং মান্ধাতা আমলের উৎপাদন পদ্ধতির কারণে ঝালকাঠির এই লবণশিল্প অনেকটা স্থবির। অনেক সময় কারখানা বা মাঠ পূর্ণ উদ্যমে সচল রাখা সম্ভব হয় না, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে। বিশেষ করে মৌসুমী এই পেশায় অফ-সিজনে আয়ের কোনো বিকল্প উৎস না থাকায় শ্রমিকরা চরম অনিশ্চয়তায় পড়েন। লবণ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা নেই বললেই চলে। দীর্ঘ সময় লবণের সংস্পর্শে এবং রোদে কাজ করার ফলে তারা চর্মরোগ, চোখের সমস্যা ও মারাত্মক পানিশূন্যতায় ভোগেন। শ্রমের বিনিময়ে যা আয় হয়, তার বড় একটি অংশ চলে যায় অসুস্থতার পেছনে। শ্রমিক রফিক সর্দার নিজের কষ্টের কথা জানিয়ে বলেন, সারাদিন লবণের মাঠে খাটি, কিন্তু যা পাই তা দিয়ে সংসার চলে না। চাল-ডাল কিনতেই টাকা শেষ, সন্তানদের পড়াশোনা তো এখন স্বপ্ন। নারী শ্রমিক মালা রানী ক্ষোভের সঙ্গে জানান, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজ করি, কিন্তু ন্যায্য মজুরি পাই না। সবকিছুর দাম বাড়লেও আমাদের কপাল ফেরে না। আমাদের এই কষ্ট দেখার যেন কেউ নেই। হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. কুদ্দুস হাওলাদার বলেন, শ্রমিকরা অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও তারা নিজেরা চরম বৈষম্যের শিকার। আমরা বারবার মজুরি কাঠামো পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছি। মানবিক জীবনযাপনের জন্য বাস্তবসম্মত মজুরি নিশ্চিত না করলে দীর্ঘমেয়াদে এই খাতে অস্থিরতা তৈরি হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও স্থানীয় অর্থনীতির স্বার্থেই এই খাতকে টিকিয়ে রাখা জরুরি। এজন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো, সরকারি ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি সরাসরি বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মিল মালিক জানান, বর্তমানে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ীই মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী বোর্ড সভায় মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঝালকাঠির এই লবণ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৃহৎ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ রক্ষায় দ্রুত সরকারি ও নীতিনির্ধারণী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যথায়, শুধু একটি শিল্পই হারাবে না, অনিশ্চয়তার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে হাজারো পরিবার।

ভাণ্ডারিয়ায় আইন-শৃংঙ্খলা ও উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাসিবুল হাসান সভাপতিত্বে অন্যান্যেনর মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ৪নম্বর ইকড়ি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক উজ্জ্বল হালদার,অফিসার্স ইন চার্জ(ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ বর্ণালী দেবনাথ, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ কামাল হোসেন,উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং ৫নম্বর ধাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম,মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম,সমাজ সেবা কর্মকর্তা মো.আবুল হাসান,পল্লী বিদ্যুতের এজিএম কৌশিক দেবনাথ ও জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. রুস্তম আলী প্রমূখ। এসময় উভয় কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পৃথক সভায় মাদক ও কিশোরগ্যাং নিয়ন্ত্রণ এবং আসন্ন বর্ষা মৌসুমে জনদূর্ভোগ এড়াতে পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের খানাখন্দযুক্ত সড়ক ও রাস্তা সংস্কার,পৌরসভাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান অব্যাহত রাখা,পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য অবৈধ ফুটপাত দখল নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিলি ডিফেন্স কার্যলয়ে এ উপজেলার ফায়ার অ্যাম্বুলেন্সটি অন্যত্র থাকায় তা পুন:রায় ফেরৎ আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে আন্তরিক হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

আগৈলঝাড়ায় জাতীয় পুষ্টি

কর্মকর্তা মো.আমজাদ হোসেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আরএমও ডা. শিশির কুমার গাইন সেনেটারী ইন্সপেক্টর শুকলাল শিকদার স্টোর কিপার আব্দুল আজিজ প্রেসক্লাব সভাপতি শামিমুল ইসলাম শামীম সহ সভাপতি সাইফুল মৃধা এইচ এম মাসুম হাওলাদার সাধারণ সম্পাদক এফএম নাজমুল রিপন, নির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলাম রব,সহ এ সময় সার্বিক দিক তুলে ধরে পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ীদের সাথে পুষ্টি বিষয়ক গুণ ক্ষমতা ধারণা পূর্ব ক আলোচনা সভা করন হয়েছে

শেষ হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, আজ

এর মধ্যে ভোলা সদর উপজেলায় ২২ হাজার ৪১২ জন, দৌলতখানে ২১ হাজার ২৯৩ জন, বোরহানউদ্দিনে ১৯ হাজার ৮৩৮ জন, লালমোহনে ২৪ হাজার ৮০৬ জন, তজুমুদ্দিনে ১৯ হাজার ৫৭২ জন, চরফ্যাশনে ৪৪ হাজার ৩১২ জন ও মনপুরা উপজেলায় ১৫ হাজার ৭৩৮ জন। তাদের অনুকূলে মাসে ৪০ কেজি করে ৯০ হাজার ২শ জেলে পরিবারকে সরকারি খাদ্য সহায়তার ভিজিএফ চাল দিয়েছে মৎস্য বিভাগ। এছাড়া এবারই প্রথম ইলিশ সম্পদ প্রকল্পের আওতায় ১৩ হাজার ৬০০ জন জেলেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী দিয়েছে সরকার। সরেজমিনে সদর উপজেলার ভোলার খাল ও তুলাতুলি মেঘনা তীরে ঘুরে দেখা যায়, মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞার শেষ হওয়ার খবরে জাল-ট্রলার মেরামতসহ মাছ ধরার সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখেছেন জেলেরা। আবার কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে তাদের জাল-ট্রলার মেরামতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। জেলে মো. গিয়াসউদ্দিন, শাজাহান, বশির ও জোবায়ের বলেন, নদীতে মাছ ধরার উপর ২ মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞায় কর্মহীন থাকায় পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক কষ্টে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছি, তারপরও সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে মাছ ধরতে নামিনি। সরকারি খাদ্য সহায়তার চাল ছিল চাহিদার বিপরীতে অপ্রতুল। আসলে মাছ ধরা ছাড়া আমাদের আর কোনো পেশা নেই। আজ মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে, আমরা নদীতে গিয়ে মাছ ধরার জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। রাত ১২টার পরে নদীতে নামব। আশা করি ইলিশসহ সব ধরনের বেশি পরিমাণে মাছ পেয়ে তা বিক্রির পর বিগত দিনের দেনার পুষিয়ে নিতে পারব। আর যদি কাঙ্ক্ষিত মাছ না পাই তাহলে দুর্দশার শেষ হবে না। নদীতে নিষেধাজ্ঞায় নিজেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জানিয়ে আড়তদার ইমতিয়াজ আহমেদ নাসিম বলেন, ঢাকা খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন মোকাম থেকে দাদন (টাকা) এনে তা জেলেদের দিয়েছি। নিষেধাজ্ঞার কারণে জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে পারেনি ফলে আড়ৎ বন্ধ রেখেছি। নদীতে যেতে আমরাই জেলেদের নিরুৎসাহিত করেছি। নিষেধাজ্ঞা শেষে আশা করি জেলেরা আড়তে মাছ এনে তা বিক্রির পর তাদের দেনা শোধ করবে, তাই আমরা আড়ৎ খুলে কেনাবেচার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। জেলেরা নদীতে কাঙ্ক্ষিত মাছ পেলে আশা করি আমরা সবাই লাভবান হতে পারব। নিষেধাজ্ঞা সফল হয়েছে, সীমিত জনবল এবং অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেছেন জানিয়ে ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলেন, আশা করছি পহেলা মে থেকে জেলেরা নদীতে গিয়ে ইলিশসহ সব ধরনের কাঙ্ক্ষিত মাছ পাবেন। নিষেধাজ্ঞার ফলে মাছের উৎপাদন বাড়বে, এতে দেশ ও জাতিও লাভবান হবেন। এছাড়া এবারই প্রথম ইলিশ সম্পদ প্রকল্পের আওতায় জেলেদেরকে বিভিন্ন ধরনের সরকারি খাদ্যসামগ্রীসহ ভিজিএফ দেওয়া হয়েছে। এদিকে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপে গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবিও জানিয়েছেন ভোলার জেলেরা।

নলছিটিতে ৩৫ যাত্রী

হন। আহতদের মধ্যে গুরুতর কয়েকজনকে উদ্ধার করে দ্রুত বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য, বৃষ্টির কারণে সড়ক পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় বাসটি অতিরিক্ত গতিতে মোড়ে ব্রেক করলে পিছলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং দুর্ঘটনাটি ঘটে। নলছিটি থানার ওসি আরিফুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

পটুয়াখালীতে অতিবৃষ্টিতে ফসলের

উপক্রম হয়েছে। উপায় না দেখে অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে আধাপাকা ডাল ও রবিশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এতে একদিকে যেমন পণ্যের গুণমান কমছে, অন্যদিকে চরম আর্থিক লোকসানের মুখে পড়ছেন চাষিরা। রাঙ্গাবালী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে মুগডাল ১৪ হাজার ২২০ হেক্টর, চিনাবাদাম ১ হাজার ৮০ হেক্টর, মরিচ ১ হাজার ২২০ হেক্টরের আবাদ হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এখন পর্যন্ত মাত্র ৫০ শতাংশ ফসল কৃষকরা ঘরে তুলতে পেরেছেন। বাকি অর্ধেক ফসল এখনও মাঠে থাকা অবস্থায় এই দুর্যোগ হানা দিয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, কৃষক-কৃষাণীরা বৃষ্টিতে ভিজে পচা ও নষ্ট হওয়ার হাত থেকে ডাল, বাদাম ও মরিচ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়ছেন। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বিশেষ করে ভুঁইয়া কান্দার খৈয়ার খালের বিলের পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দ্রুত পানি নামার কোনো পথ না থাকায় কৃষকরা প্রশাসনের কাছে ওই এলাকায় একটি স্লুইস গেট নির্মাণের জোর দাবি জানিয়েছেন। মাঠের বাস্তবতা নিয়ে কৃষকরা চরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান জানান, বৃষ্টিপাত হলেও অধিকাংশ স্থানে বড় ধরনের জলাবদ্ধতা তৈরি হয়নি। তিনি বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই বলে দাবি করলেও মাঠ পর্যায়ের চিত্র ভিন্ন। কৃষকদের চোখেমুখে এখন শুধুই হতাশা আর অনিশ্চয়তার ছাপ। উপকূলীয় এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি মূলত রবিশস্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ধাক্কা সামাল দিতে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে স্থানীয় কৃষকরা দীর্ঘমেয়াদি সংকটে পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে

সম্পাদক আবুল হোসেন লাল্টু অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আরিফ সরদার, সহদর আউয়াল সরদার ও মান্নান সরদারকে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রত্যেক পরিবারকে ২০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদানের চেক তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ন-আহবায়ক আরিফ হোসেন ফিরোজ, জেলা উত্তর যুবদলের সদস্য হেমায়েত তালুকদার, সালমান হাসান রিপন, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য মান্নান শেখ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক কামরুল হাসান জুয়েল, মহিলা দলের সাবেক সভাপতি কামরুন নাহার খুকু প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২৫ এপ্রিল রাতে উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামের আরিফ সরদার, দুই সহদর আউয়াল সরদার ও মান্নান সরদারের বসত ঘর অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এতে তিনটি পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তালতলীতে প্রবাসীর বাড়ি ডাকাতি

রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার কড়ইবাড়িয়া বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ আরও জানায়, আলোচিত ডাকাতি মামলায় তার সম্পৃক্ততার তথ্য-প্রমাণ পাওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তিনি জামিনে বের হয়ে আত্মগোপনে চলে যান। এই মামলার তদন্তে বিভিন্ন সহযোগী ডাকাত গ্রেপ্তারের পর মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে তার নাম উঠে আসে এবং তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও ছিল। তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কড়ইবাড়িয়া বাজার এলাকা থেকে পিচ্চি হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি অস্ত্র, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ একাধিক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

বিএনপি-জামায়াত পিঁপড়ার বলের

সংসদের কার্যক্রমের উল্লেখ করে চিফ হুইপ বলেন, 'এই সংসদে বলা হতো জামায়াত-বিএনপি। এই কথা বলেই আমাদের আক্রমণ করা হতো। শুরুই হতো জামায়াত-বিএনপি। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তৈরি করল "৭১-এর রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়"। এটা টেলিভিশন-রেডিওতে বলা হতো। "তুই রাজাকার, তুই রাজাকার" এটা পত্রিকার একটা হেডলাইন ছিল। আমরা দীর্ঘদিন এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি।' নূরুল ইসলাম মনি বলেন, 'বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি। যখন পানি আসে, তখন পিঁপড়ারা একত্র হয়। একটা বল আকারে হয়। আপনারা দেখেছেন কি না জানি না, আমি দেখেছি, একটা বল হয়ে যায়। নিচে যে পিঁপড়াটা পড়ে, সেটা আবার ওপরে ওঠে, ওপরের পিঁপড়াটা নিচে যায়। এ রকম করে বেঁচে থাকে, একটা বলের মতন করে। তারা কেউই মারা যায় না। সবাই বেঁচে থাকে।' চিফ হুইপ বলেন, 'আমি মনে করি, আজকের জাতীয় সংসদ এইখানে দাঁড়িয়ে এই পিঁপড়ার বলের মতনই। আমরা কেউ মরতে চাই না। আমরা বাঁচতে চাই সবাই মিলে। আমরা বাঁচতে চাই দেশটাকে নিয়ে। দেশটাকে বাঁচিয়ে তারপর আমরা বাঁচতে চাই। সেই দায়িত্ব নিয়ে এখানে বসেছি।'

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শুক্রবার ॥ ০১ মে ২০২৬ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩

ইরানের নতুন জোট: ২০ দিনের মধ্যেই 'ব্যর্থ' মার্কিন নৌ-অবরোধ: আইআরজিসি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত নৌ অবরোধ ২০ দিনের মধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। এ নৌ-অবরোধ মূলত চীন, রাশিয়া ও ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণের একটি বৃহৎ প্রকল্প হওয়ায় তা ব্যর্থ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ইসলামিক রেভ্যুলশনারি ৩ এর পাতায় দেখুন

নাফ নদী থেকে বাবা-ছেলেসহ ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদী থেকে মাছ ধরার সময় পিতা-পুত্রসহ ৭ জেলেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান আর্মি। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে টেকনাফের ৩ এর পাতায় দেখুন

শেষ হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, আজ থেকে বাজারে মিলবে ইলিশ

ভোলা প্রতিনিধি
ইলিশের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর টানা ২ মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে আজ মধ্যরাতে। এতে হাসি ফুটেছে কর্মহীন থাকা ভোলার ৭ উপজেলার প্রায় ২ লক্ষাধিক জেলের মুখে। অন্যদিকে ক্রেতা-বিক্রেতাদের চিরচেনা হাঁকডাকের অপেক্ষায় নদী তীরবর্তী মাছের আড়ৎগুলো, তাই শেষ মুহূর্তে ধোঁয়ামোছার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন আড়ৎদাররা। এছাড়া নিষেধাজ্ঞাকালীন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশা সংশ্লিষ্টদের। জেলা মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে, জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ২ মাসের (মার্চ-এপ্রিল) নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছিল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টায় এবং শেষ হচ্ছে বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) রাত ১২টায়। ভোলা মৎস্য বিভাগের হালনাগাদ তথ্য মতে, ভোলার ৭ উপজেলায় মোট নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন ১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৭০ জন। ৩ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ১০৪ বছর পর কলাপাড়ায় যুগ্ম জেলা জজ আদালত চালু

কলাপাড়া প্রতিনিধি
দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চালু হয়েছে যুগ্ম জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা দায়রা জজ আদালতের কার্যক্রম। এতে করে বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বৃহস্পতিবার সকালে কলাপাড়া চৌকি আদালত ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুই আদালতের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত বিচারক মেহেদী হাসান। এর আগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আদালত দুটি পটুয়াখালী জেলা সদর থেকে কলাপাড়ায় স্থানান্তর করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় আইনজীবী, বিচারপ্রার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী ৩ এর পাতায় দেখুন

ভাতিজাদের পিটুনিতে চাচা নিহত মীমাংসা করতে চাপ দেয়ার অভিযোগ

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার) উপস্থিতিতে ভাতিজাদের পিটুনিতে মানিক সরদার (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বিষয়টি এক লাখ টাকা নিয়ে মীমাংসার জন্য ভুক্তভোগী পরিবারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ায় সঠিক বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে নিহতের পরিবার। নিহত মানিক সরদার পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের মৃত ছবেদ আলী সরদারের ছেলে। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত ৩ এর পাতায় দেখুন

তালতলীতে প্রবাসীর বাড়ি ডাকাতি মামলার আসামী পিচ্চি হাসান গ্রেপ্তার

তালতলী প্রতিনিধি
বরগুনার তালতলী উপজেলার পচাঁকোড়ালিয়া ইউনিয়নের বড়পাড়া এলাকায় মালয়েশিয়া প্রবাসী নাসির উদ্দিন পাটোয়ারীর বাড়িতে গত বছর সংঘটিত আলোচিত ডাকাতি মামলার মূল পরিকল্পনাকারী ও চিহ্নিত দুর্ধর্ষ অপরাধী পিচ্চি হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে তালতলী থানা পুলিশ। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত পিচ্চি হাসান অস্ত্র, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ একাধিক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় তার নাম শুনলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। একাধিক সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। বুধবার ৩ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জেলা পরিষদের সহায়তা

ইদ্রিস খান, আগৈলঝাড়া
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি পরিবারকে বরিশাল জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমান'র চেষ্টায় জেলা পরিষদের তহবিল থেকে আর্থিক সহযোগীতার চেক প্রদান করা হয়েছে। গতকাল ৩০ এপ্রিল ২০২৬ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সাধারন ২ এর পাতায় দেখুন

আগৈলঝাড়ায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ

ইদ্রিস খান, আগৈলঝাড়া
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়েছে। পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। তকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর হলরুমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. গোলাম মোর্শেদ সজীবের সভাপতিত্বে পুষ্টি সপ্তাহে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরনী সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিখন বনিক, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা পলাশ সরকার, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো.মাহাবুবর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা ২ এর পাতায় দেখুন

গৌরনদীতে একদিনে কুকুরের কামড়ে আহত ১৪

গৌরনদী প্রতিনিধি
বরিশালের গৌরনদীতে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারী ও শিশুসহ ১৪ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার টরকী, বিল্বগ্রাম, শাওড়া, মাগুরাসহ বিভিন্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেজিস্টার সূত্রে জানা গেছে, পাগলা কুকুরের কামড়ে আহতরা হলেন- কটকস্থল গ্রামের সুমন তালুকদারের সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়ে আবিদা, একই গ্রামের তিন বছরের আয়াত, আট বছরের মেয়ে লাইজু, মুনা, তাইয়েবা, মোনতাজ হোসেনের স্ত্রী ৩ এর পাতায় দেখুন

পটুয়াখালীতে অতিবৃষ্টিতে ফসলের খেতে জলাবদ্ধতা লোকসানের মুখে হাজারো কৃষক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে চলতি মৌসুমে মুগডালের বাম্পার ফলনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন কৃষকরা। ধানের তুলনায় লাভজনক হওয়ায় উপকূলীয় এই জেলায় মুগডাল চাষে আগ্রহ বাড়ছিল সবার। কিন্তু হঠাৎ অতিবৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কৃষকদের সেই স্বপ্ন এখন আক্ষরিক অর্থেই পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঠের পর মাঠ মুগডালের খেত এখন হাঁটু সমান পানির নিচে। দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা থাকায় গাছ পচে যাওয়ার ৩ এর পাতায় দেখুন

চরফ্যাশনের শ্রম বেচা বিক্রির হাট

চরফ্যাশন প্রতিনিধি
চরফ্যাশন সদর বজারে শনি ও মঙ্গলবার সাপ্তাহিক দুই দিন হাট বসে। বাজারে শ্রম বেচা-বিক্রির আশায় চরাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষগুলো সারিবদ্ধভাবে বসে এ হাটে। তারা সবাই একত্রিত হয়ে অপেক্ষা করেন গায়ের ঘাম বিক্রির আশায়। হাট বসলেই ছুটে আসেন এসব মানুষ। শত শত মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে শ্রম বিক্রির এই হাটে। কারো কাঁধে খন্তা, কোদাল, আর ঝুড়ি সহ কাজের বিভিন্ন সরঞ্জাম কিংবা ধান কাটার কাস্তে। এখানে বিক্রির জন্য কোনো পণ্য নেই। তবুও দরদামে হাকডাকে সরগরম। কারণ এই হাটটিতে বিক্রি হয় মানুষের হাড়ভাঙা শ্রম আর গায়ের খাটুনি। যুগ যুগ ধরে চলছে মানুষ বিক্রির এই হাট। চরফ্যাশন উপজেলার প্রান্তিক জনপদের খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিক বা দিনমজুরেরা কাজ খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি নির্মাণ কিংবা কৃষিকাজের জন্য সস্তায় শ্রমিক পান শত শত ক্রেতারা। জানা যায়,এসব ধান কাটা,মাটি কাটা ৩ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ সীমান্তে কুমির-বিষধর সাপ ছাড়তে চায় বিএসএফ

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর নদী তীরবর্তী অঞ্চলে কুমির ও বিষধর সাপ ছাড়তে চায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। এ সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা ইতোমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর পেশও করেছেন বিএসএফ কর্মকর্তারা। এই পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে কর্মকর্তারা ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে অনুষ্ঠিত হলো আর্ম রেসলার টিমের প্রতিযোগিতা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে আর্ম রেসলার টিম প্রতিযোগিতা। বুধবার বরিশাল আর্ম রেসলার টিমের উদ্যোগে বরিশাল ব্যয়ামাগারে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী দেশ চ্যাম্পিয়ন এবং রানারআপ হন জুবায়ের। প্রতিযোগিতায় খুলনা ও বরিশালের ১৪ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এটি ছিল বরিশালে দ্বিতীয় সিজন। বরিশাল আর্ম রেসলার টিমের ক্যাপ্টেন হচ্ছেন নবীন মৃধা, ভাইস ক্যাপ্টেন রিশাদ আহমেদ, প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট জিসান তাসফিক, টিমের উপদেষ্ট আরবিন আহমেদ রাজীব। এই টিমের মাধ্যমে বরিশালে মোট তিনটি টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে। কোন টুর্নামেন্ট আয়োজন করার পূর্বে ক্যাপ্টেন এর আমন্ত্রণে, ভাইস ক্যাপ্টেন এবং দুজন উপদেষ্টা এবং ৩ এর পাতায় দেখুন

নলছিটিতে ৩৫ যাত্রী নিয়ে খাদে পড়ল বাস

নলছিটি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে অন্তত ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার দপদপিয়া চৌমাথা এলাকায় বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী 'আব্দুল্লাহ পরিবহন' নামের বাসটি ঘটনাস্থলে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বাসে থাকা অন্তত ১০ যাত্রী আহত ৩ এর পাতায় দেখুন

শায়েস্তাবাদে ষাঁড় গরু জবাইয়ের ঘটনায় চেয়ারম্যানের সংবাদ সম্মেলন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল সদর উপজেলা শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে একটি ষাঁড় গরু জবাইকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভ্রান্তিকর গুজব, তথ্যের ভিত্তিতে অপপ্রচারের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছেন ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সামসুল কবির ফরহাদ। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ১২টায় বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি (বিআরইউ) কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান বলেন, ষাঁড় জবাইতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এতে কোনো ব্যক্তি স্বার্থ বা অনিয়মের ৩ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়ায় আইন-শৃংঙ্খলা ও উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভা

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা অডিটরিয়ামে মাসিক আইন শৃংঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সভা কক্ষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভাও অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক ভাবে উভয় সভায় উপজেলা ও পৌর প্রশাসক নবাগত উপজেলা ৩ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, পানিতে তলিয়ে গেছে বোরো ধান

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার বোরো ধানখেত পানিতে তলিয়ে গেছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত কালবৈশাখী ও টানা বৃষ্টিতে ধানখেত পানিতে তলিয়ে যায়। এতে কোথাও আধা পাকা ধান মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আবার কোথাও পুরো খেত পানির নিচে ডুবে আছে। যে কারণে লাভের বদলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কৃষকদের। বৃহস্পতিবার নলছিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে দেখা গেছে, অধিকাংশ ধানখেত পানির নিচে তলিয়ে রয়েছে এবং ঝড়ে ধানগাছ হেলে পড়ায় কৃষকেরা ফসল ঘরে তোলা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে ঝালকাঠিতে ১৩ হাজার ৮২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি-জামায়াত পিঁপড়ার বলের মতো থাকতে চায়: চিফ হুইপ

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বর্তমান সংসদকে মজলুমের সংসদ আখ্যা দিয়ে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, 'আমরা বিএনপি-জামায়াত জাতীয় সংসদে পিঁপড়ার বলের মতো (দলা পাকিয়ে) থাকতে চাই। আমরা সবাই মিলে দেশটাকে নিয়ে বাঁচতে চাই। সেই দায়িত্ব নিয়ে এখানে বসেছি।' বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপি-জামায়াতের দীর্ঘদিনের ঐক্যের কথা তুলে ধরেন চিফ হুইপ। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩ এর পাতায় দেখুন

ছেলেকে বাঁচাতে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ, বাংলাদেশের ভিডিওতে বিশ্বজুড়ে তোলপাড়

কীর্তনখোলা ডেস্ক
স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেনে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দুই বছরের ছেলেসহ প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে পড়ে যান এক নারী। তিনি দ্রুত উঠে আসার চেষ্টা করতে গেলে আবারও হাত ফসকে ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে পড়ে যায় শিশুটি। এর মধ্যেই বেজে ওঠে ট্রেন ছাড়ার বাঁশি। মুহূর্তেই নিচে নেমে গিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েন বাবা। চলতে শুরু করে ট্রেন। একে একে ট্রেনের আটটি বগি তাদের পাশ ঘেঁষে চলে যায়। তবে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান বাবা ও সন্তান। গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে জংশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘটা এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পৌছে গেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও। বৃহস্পতিবার ভিডিওটি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে শেয়ার করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। সংবাদ ছেপেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রি প্রেস জার্নাল। ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ, কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution, Accessories Selling, Training & Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com